সংবাদ

তারিখ 27 AUG 2017
পৃষ্ঠা ১৬ কলাম ৬

সিএ ফার্ম দিয়ে

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় অডিট করানোর নির্দেশ

নিজস্ব বার্তা পরিবেশক

বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ে ট্রাস্টি বোর্ড (বিওটি) সদস্যদের অর্থ আত্মসাৎ ঠেকাতে কঠোর পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন (ইউজিসি)। 'নো লস, নো প্রফিট'- ধারণা নিয়ে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় পরিচালনার কথা থাকলেও অধিকাংশই লাভজনক ব্যবসা প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়েছে। বিওটি'র সদস্যদের আর্থিক অনিয়ম প্রতিরোধের লক্ষ্যে ইউজিসি সম্প্রতি গণবিজ্ঞপ্তি দিয়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে সরকারের নির্ধারিত সিএ ফার্ম দিয়ে অডিট রিপোর্ট করে জমা দেয়ার নির্দেশনা দিয়েছে। অন্যথায় বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্যোক্তাদের বিরুদ্ধে অডিট : পৃষ্ঠা : ২ ক : ২

অডিট : করানোর

(১৬ পৃষ্ঠার পর)

আর্থিক বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে ব্যবস্থা গ্রহণ, বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুমতি বাতিল, অভিযুক্ত ব্যক্তির কারাদণ্ড বা অর্থ জরিমানা বা উভয় দণ্ডে শাস্তি দেয়া হবে। ইউজিসির তথ্যানুযায়ী, নতুন ও পুরনো মিলে বর্তমানে বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আছে ৯৫টি। এর মধ্যে গত বছর দেশের ৮৫টি বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের মোট আয় ছিল প্রায় দুই হাজার ৭৯১ কোটি টাকা। গড়ে প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয় আয় করেছে প্রায় ৩৩ কোটি টাকা। এর বিপরীতে গত বছর বিশ্ববিদ্যালয়গুলো ব্যয়ও করেছে প্রায় দুই হাজার ৫৩৬ কোটি টাকা। আয়-ব্যয় সমান দেখিয়েছে ১০টি বিশ্ববিদ্যালয়। আয়-ব্যয় কীভাবে সমান হয় তা নিয়েও সন্দিহান ইউজিসি।

এজন্য গত সপ্তাহ এক গণবিজ্ঞপ্তিতে আল্টিমেটাম দিয়ে ইউজিসি বলেছে, সরকারের তালিকাভুক্ত সিএ ফার্ম দ্বারা এই অডিট করিয়ে আগামী ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে শিক্ষা মন্ত্রণালয় ও ইউজিসিতে জমা দিতে হবে। সেই অডিট নির্ধারিত পদ্ধতির ও ফর্মের মধ্যে থেকেই করতে হবে। অন্য কোন উপায়ে এই অডিট প্রতিবেদন জমা দিলে তা গ্রহণ করবে না ইউজিসি।

আইন অনুযায়ী, প্রতিটি বিশ্ববিদ্যালয়ে আট ক্যাটিগরিতে মোট ১২ জন সিন্ডিকেট সদস্য আছেন। সিন্ডিকেট সভায় উপস্থিত থাকার জন্য একজন সদস্য প্রতি সভার সম্মানিভাতার নামে সাড়ে চার লাখ টাকা পর্যন্ত নিচ্ছেন। এই সুযোগ কাজে লাগিয়ে অনেক সময় বিদেশেও সিন্ডিকেট মিটিংয়ের আয়োজন করা হয়। কেনাকাটায় অনিয়ম, দুর্নীতিরও অভিযোগ রয়েছে।

এ ব্যাপারে ইউজিসির চেয়ারম্যান প্রফেসর আবদুল মান্নান বলেন, 'সরকারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান দিয়েই অডিট করাতে হবে। যারা ব্যর্থ হবে তাদের বিরুদ্ধে আর্থিক বিধি লঙ্ঘনের অভিযোগে সুনির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেয়া হবে।'

ইউজিসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তারা জানান, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বিওটি সদস্য বা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ কোন আর্থিক সুবিধা নিতে পারবেন না। বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় আইন-২০১০ এর ৪৫ ধারা অনুযায়ী প্রতি অর্থবছরের আয়-ব্যয়ের হিসাব নিরীক্ষা করাতে হবে। এ প্রতিবেদন পরবর্তী আর্থিক বছরের ৩১ ডিসেম্বরের মধ্যে ইউজিসি এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে জমা দিতে হবে। এ নির্দেশনা লঙ্ঘন করলে তদন্ত সাপেক্ষে ব্যবস্থা এবং প্রয়োজনে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ বাতিল করা হতে পারে। আর যারা অডিট রিপোর্ট দেবে না তাদের বিরুদ্ধে আইনের ৪৯ নম্বর ধারা অনুযায়ী পাঁচ বছরের কারাদণ্ড বা ১০ লাখ টাকা জরিমানা বা উভয় দণ্ডের বিধান রয়েছে। আইনের ১৪, ২৫ ও ২৬ ধারা অনুযায়ী অর্থ কমিটি গঠন ও পরিচালনা করতে হবে। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়গুলো অর্থ কমিটির কোন সভা করে না। অধিকাংশ বিশ্ববিদ্যালয় কোষাধ্যক্ষ নিয়োগ করেনি। আবার যেখানে কোষাধ্যক্ষ আছে, সেখানে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে মালিকপক্ষের পছন্দের লোক নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এভাবে প্রতি বছর কোটি কোটি টাকা অর্থ আত্মসাৎ করছে বিওটি'র সদস্যরা।

প্রাপ্তি নং.........
তারিখ.........
কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে
স্বাক্ষর